Semester -4

Course-IX

History of Late medieval India

মারাঠা স্বরাজ্য স্থাপনে শিবাজী কি কোন আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন?

মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভারতবর্ষ বিস্তারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল তখন মহারাষ্ট্রের এই বীর নায়ক শিবাজী ঔরঙ্গজেবের মতো সামরিক ও কূটনৈতিক প্রতিভা সম্পন্ন সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েদিয়েছিলেন তা কম কৃতিত্বের ও গৌরবের পরিচায়ক নয়। ঔরঙ্গজেবের মতো ব্যক্তিকে উত্তরভারত ধংস করতে এবং দাক্ষিনাত্যকে তা পরবর্তী ২৫ বছর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্রের সদর দপ্তরে পরিনতি করতে বাধ্য করেছিলেন।এই মহারাষ্ট্রের নায়ক শিবাজি।ইতিহাসের পাতাই যে সব ব্যক্তি নিজ প্রতিভা, দক্ষতা , কষ্টসহিষ্ণুতা রননিপুনতা প্রভৃতি গুনাধিকার দ্বারা ক্ষনকালের জন্যও দাগ কাটতে পেরেছেন। শিবাজি তাদের অন্যতম । মুঘল সাম্রাজ্য যখন শক্তি ও প্রতি শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে মধ্য গগনে কিরন দিচ্ছিল্ল তখন ভারতে এক স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজি নিজ প্রচেষ্টার বলে অমানবিক প্রতিভার পরিচয় দেন। মারাঠা জাতি তাকে ঈশ্বরের আদিষ্টপুরুষ বলে মনে করতো।

শিবাজির ব্যক্তিগত চরিএ,আদর্শ স্বরনীয় ছিল।তিনি নিজেকে ''গো প্রতিপালক''বলে মনে করতেন।কিন্তু তা সত্বেও তিনি ধর্মের গোড়ামিকে প্রশয় দেননি। হিন্দু ধর্মে তার প্রগাড় বিশ্বাস ছিল একান্ত সেজন্য তিনি পরধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অপরেয় আচরন করতেন না। শেখ মহাম্মদ নামে জর্নেক মুসলমান সাকার কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।মুসলমানদের পবিত্র স্থানে প্রদীপ জালাবার জন্য তিনি নিস্কর জমিদান করেন।মধ্যযুগীয় আশ্চর্য গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিবাজির সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, তিনি শতাধি বিভক্ত খন্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত মারাঠাদের উদ্বুদ্ধ করে এই যে পরক্রান্ত জাতি রুপে গড়ে তোলেন। মারাঠা জাতীয়তাবাদের প্রথম উদগাতা ও সংগঠনকারী হিসাবে শিবাজির অবদান সর্বাপেক্ষা স্মরন যোগ্য।অবশ্য মারাঠা ঐতিহাসিক জি.এস সরদেশাই বলেছেন যে শিবাজির এক সর্ব ভারতীয় হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছলেন। কিন্তু সরদেশাইয়ের এই মতবাদ আচার্য যদুনাথ সরকার সহ বহু ঐতিহাসিক স্বীকার করেননি।আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে তিনি সারাজীবন আত্মরক্ষার যুদ্ধে এত ব্যস্ত ছিলেন যে কোনো নতুন রাজনৈতিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করার মতো সুযোগ তিনি পাননি। এমনকি তিনি জেলার স্বাধীন রাজাদের সঙ্গেঁ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ও চেষ্টা করেননি।সুতরাং শিবাজি এক অখন্ড হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন তা বলা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের শক্তির সম্মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছিল। শিবাজিও হিন্দুরাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি।কিন্তু শর্তবা বিভক্ত মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মারাঠা জাতীয়তাবাদের সূচনা করেছিলেন।আসার আলো দেখতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।প্রকৃত পক্ষে কি ছিল তা বিতকের বিষয়। কিন্তু তিনি যে মারাঠা জাতীয়তাবাদের শ্রষ্টা সে ব্যপারে কোনো বিতর্কের অবকাশনেই।

মহারাষ্ট্র জাতি ও রাষ্ট গঠনে তাকে সমকালীন মুঘল সাম্রাজ্য বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চল ও জিঞ্জির হারমিচের প্রতি কূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।তিনি দিল্লি ও বিজাপুরে অসামান্য প্রতিকূলতার পতিপত্তির বিরুদ্ধে স্পর্ধা দেখিয়ে একটি নতুন রাষ্ট গড়ে তুলতে প্রমানকরেন যে রিক্ত নিঃশ্ব নির্যাতিত মারাঠা জাতির ভিতরে থেকেও লোকনায়ক হতে পারে এমনকি ছত্রপতি হতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আচার্য যদুনাথ সরকার শিবাজির উক্ত প্রচেষ্টায় কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- ``Shivaji has shown that the true of Hindustan is not really dead."